মেহেরপুরে ছাত্র আন্দোলনকারীর ওপর হামলা, প্রতিবাদে মানববন্ধন

মেহেরপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহযোদ্ধা ইশতিয়াক আহমেদের উপর আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনীর পরিকল্পিত হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২টার দিকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য সাহেব মাহমুদের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলাম, যুগ্ন আহবায়ক তামিম ইসলাম, সদস্য সিয়াম আহমেদ, ইশতিয়াক আহমেদ, জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য খন্দকার মুইজ প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, সম্প্রতি মেহেরপুরে আওয়ামী সন্ত্রাসী ও নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা অভিযোগ করেন, দেশকে অস্থিতিশীল করতে এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে ছাত্রলীগ বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ইসতিয়াক আহমেদের ওপর আওয়ামী সন্ত্রাসী ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়েছে এবং আন্দোলনের অন্যান্য সদস্যদের নানা ধরনের হুমকি প্রদান করা হচ্ছে। নৈরাজ্য সৃষ্টির লক্ষ্যে গাংনী উপজেলায় আওয়ামী লীগের লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চান্দুর নেতৃত্বে তালসারি ইকো পার্কে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে মুজিবনগরের আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা উপস্থিত ছিল। মেহেরপুর শহরজুড়ে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের দেওয়াল লিখন করা হয়েছে যা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে।

তারা বলেন, এই ঘটনাগুলো মেহেরপুরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের জন্য নিরাপত্তা হুমকি তৈরি করেছে বলে বক্তারা উল্লেখ করেন। তারা অভিযোগ করেন, এ বিষয়ে পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত দুঃখজনক। তারা

স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, আগামী ৭ দিনের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সন্তোষজনক পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে, পুলিশ সুপারের কার্যালয় ঘেরাওসহ রাজপথে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে।

পরে পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানমের হাতে স্মারকলিপি প্রদান করে জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যরা।

নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের প্রতিবাদে মশাল মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ

দেশ বিরুধী ষড়যন্ত্র করতে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের লিফলেট বিতরণ ও নাশকতার পরিকল্পনার প্রতিবাদে গাংনীতে মশাল মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাত ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের চারচারা নামক স্থানে উপজেলা বিএনপি সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে এই মশাল মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মশাল মিছিলে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর বিএনপির ৩ নং ওয়ার্ডের সভাপতি ইনামুল হক, ১ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মোঃ নাজমুল হোসাইন, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভি, যুবদল নেতা শাহিবুল ইসলামসহ বিএনপির অন্যান্য নেতাকর্মী।

মেহেরপুরে জেলা যুবদল ও ছাত্রদলের প্রতিবাদ মিছিল

আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নৈরাজ্য সন্ত্রাসী মূলক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলা যুবদল ও ছাত্রদলের প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত আটটার দিকে জেলা বিএনপি’র কার্যালয় থেকে মিছিলটি বের হয় প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পৌরসভা সামনে শেষ হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ, মাহবুব সানি, সাবেক ছাত্রনেতা অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ বিন রফিক সিজার,

জেলা যুবদলের সাংস্কৃতিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান জনি, জেলা যুবদলের সদস্য মোঃ রাকিবুল ইসলাম সজল, জেলা যুবদলের সদস্য মোঃ রেমিম, পৌর ছাত্রনেতা ফুর্তি হাসান, জেলা জিয়া সাইবার ফোর্স যুগ্ন আহবায়ক নাজমুল হাসান সোহাগ সহ ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কক্সবাজারে কিশোরীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

কক্সবাজারের চকরিয়ার প্যারাবনে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের প্রতিবাদে মেহেরপুরের আমঝুপিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে মউকস্থ বাজার সংলগ্ন এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। শিশু ও কিশোরী ধর্ষণ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বক্তব্য রাখেন মউক-এর সিনিয়র ম্যানেজার মুরাদ হোসেন এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার

ফাহিমা আখতার।

অনুষ্ঠানে জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, যুবসমাজের প্রতিনিধি, এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রায় শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মানববন্ধনটি পরিচালনা করেন মানবাধিকার কর্মী আবুল কালাম।

গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা- আসাদুজ্জামান বাবলু

গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন হত্যা মামলার আসামিদের ফাঁসি দাবী করে গাংনী উপজেলা শহরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি হাসপাতাল বাজার এলাকার দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড়বাজার এলাকা ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

সেখানে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মফিজুল ইসলাম, গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহবায়ক শাজাহান সেলিম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসাইন, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলামসহ বিএনপি’র অন্যান্য নেতা কর্মীরা

প্রতিবাদ সমাবেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে কুপিয়ে ও গলাকেটে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রত্যেকটা হত্যাকারীকে পুলিশ সনাক্ত ও তাদের গ্রেফতার করেছে। হত্যাকারীরা সবাই আওয়ামীলীগ থেকে বিএনপিতে অনুপ্রবেশকারী। আলমগীর হত্যা

মামলার এক নম্বর আসামি ছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের গুন্ডা ও সাবেক মেয়র আহমেদ আলীর বডিগার্ড। ২ নং আসামি রবিউল ইসলাম বিপ্লব ছিল ছাত্রলীগের ক্যাডার এবং গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র যুবলীগ নেতা আশরাফুলের বডিগার্ড। এরা দুজনেই নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠণ পূর্ববাংলার সদস্য। এই সব অনুপ্রবেশকারীকে দলে ভিড়িয়ে বিএনপির সাধারণ কর্মীকে হত্যা করা হচ্ছে। যারা এইসব অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসীদের দলে ভিড়িয়েছে তাদেরও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবি করছি।

বাবলু আরও বলেন, যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন একজন নিরীহ মানুষ। তাকে শুধু দুই লক্ষ টাকার জন্য হত্যা করা হয়নি। এই হত্যাকান্ডের পেছনে অনেক রহস্য আছে। সেই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পুলিশ ও র্যাবকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বারবার বলেছেন, আওয়ামীলীগ থেকে কোনো অনুপ্রবেশকারীর বিএনপিতে কোনো যায়গা হবেনা। তারেক রহমানের নির্দেশ মেনে চললে গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা।

তিনি বলেন, জোড়পুকুরিয়া গ্রামের বিএনপি নেতা লাবলু হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি বিস্কুট বর্তমান জেলা বিএনপির আহবায়ক মিল্টনের হাত ধরে বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেছেন। বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেই আবারও নতুন করে বিএনপির নেতাকর্মীদের উপর জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন শুরু করেছে। এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে বলেও হুশিয়ারী দেন তিনি।

তিনি বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্রাসী সংগঠণ ছাত্রলীগের জন্মদিন পালন উপলক্ষে পিকনিকের নামে ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে সার ব্যবসায়ীদের ব্যানারে মিটিং মিছিল করতে চেয়েছিল। বিএনপির নেতাকর্মীরা সেটি বাঞ্চাল করে দিয়েছেন।
যুবদল নেতা আলমগীর হত্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই হত্যার সাথে কেউ জড়িত থাকলে সে যতবড় শক্তিশালী হোক না কেনো তাদের গ্রেফতার করতে হবে।

মেহেরপুর ছাত্রদলের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল

দেশের বিভিন্ন স্থানে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

শনিবার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানির নেতৃত্বে মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে সমাপ্ত হয়।

এ সময় তারা, “হই হই রই রই, ছাত্রলীগ গেলি কই?’, ‘অ্যাকশন, অ্যাকশন ডাইরেক্ট অ্যাকশন,’ ‘নিষিদ্ধ লীগের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট অ্যাকশন,’ ‘সন্ত্রাস লীগের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের অ্যাকশন,” ছাত্রলীগের গুন্ডারা হুশিয়ার, সাবধান ইত্যাদি স্লোগান দেন।

জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি বলেন, আওয়ামী লীগের দোসররা বিভিন্ন ভাবে অরাজকতা করার চেষ্টা করছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই ছাত্রদল কিন্তু এখনো রাজপথে রয়েছে। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা যদি ভেবে থাকে আমরা দমে গিয়েছি তাহলে তারা ভুল করছে। তিনি আরও বলেন, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের বার্তা দিতে চাই, তারা যেন কোনভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড না করার চেষ্টা করে। আমরা তাদের প্রতিহত করার জন্য রাজপথে ছিলাম, আছি এবং থাকবো।

প্রতিবাদ মিছিলে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ সভাপতি ফিরোজুর রহমান ফিরোজ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইদ বিন রফিক সিজার, সরকারি কলেজ শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা, সাবেক ছাত্রনেতা মনি, জনি, সজল, চঞ্চল, মোমিন, পৌর ছাত্রনেতা ফুর্তি হাসান, সোহাগ, রকি,পৌর কলেজ শাখার ছাত্রনেতা সজিব, বাধন, ফারদিন, রাব্বি, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ছাত্রনেতা সালমান, কুতুবপুর ইউনিয়ন ছাত্রনেতা জয়নাল, স্বাধীন, আমঝুপি ইউনিয়ন ছাত্রনেতা আশিক, সুইমসহ জেলা ছাত্রদলের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে জমির আইল কাটার প্রতিবাদ করাই জমির মালিককে কুপিয়ে জখম

অবৈধভাবে জমির আইল কাটার প্রতিবাদ করাই জমির মালিককে ধারালো অস্ত্র হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছে পিতা-পুত্র। এঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন জমির মালিক সিদ্দিকুর রহমান (৫৫)।

আহত সিদ্দিকুর রহমান বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার ডান পায়ে ৮ টি ও ডান হাতে ৪ টি সেলাই দেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের দিকে ঘটনাটি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তি রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামে।

আহত সিদ্দিকুর রহমান জানান, প্রতিবেশী শফিকুর রহমান ও তার ছেলে জিনাত আলী আমার জমির আইল কেটে সমান করে তার নিজের মধ্যে জমি দখল নিচ্ছিল। এসময় আমি তাদের এই গর্হিত কাজের প্রতিবাদ করলে ধারালো হাসুয়া দিয়ে আমাকে উপর্যপুরি কোপাতে থাকেন। এসময় আমার কাঁধে থাকা কোদাল দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টার পরেও ডান পায়ে ও ডান হাতে দুটি কোপ লাগে। এসময় তাদের হাসুয়া ভেঙ্গে ফেলে পালিয়ে যায়। পরে মাঠের লোকজন আমাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

স্থানীয়রা জানান, শফিকুর রহমান জমি-জমা বিরোধের জের ধরে সিদ্দিকুর রহমানকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছিল। শুধু সিদ্দিকুরকে নই, এই গ্রামের অনেককেই মারধর করেছে। তার বিরুদ্ধে এধরনের প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। এঘটনায় আহত সিদ্দিকুর রহমান মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, মারামারির ঘটনা শুনেছি। তবে, অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেবো।

ঢাকাতে সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

রাজধানীর বাংলামোটরে দৈনিক জনবাণী পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক শফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রাজু আহমেদ শাহ, বিশেষ প্রতিনিধি বশির হোসেন খান এবং অনলাইন মাল্টিমিডিয়া সম্পাদক আতাউর হোসেনের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন করেছে সাংবাদিক সমাজ।

রবিবার সকাল ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মেহেরপুরে কর্মরত সর্বস্তরের সাংবাদিকদের আয়োজনে ঘন্টা ব্যাপি এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

দৈনিক জনবানীর জেলা প্রতিনিধি রাশেদ খানের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর রিপোর্টাস ক্লাবের সভাপতি মাহাবুবুল হক পোলেন, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাংবাদিক রাশেদুজ্জামান, রাব্বি আহমেদ, সাজিবুল হক, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান।

এ ছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন দৈনিক পশ্চিমাঞ্চলের সদর উপজেলা প্রতিনিধি কামরুল হাসান, দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিনিধি আবু রায়হান (নিরব), সাকিব হাসান রুদ্রসহ অন্যান্যরা।

এ সময় বক্তরা বলেন রাজধানীর বাংলামোটরে দৈনিক জনবাণী পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক শফিকুল ইসলাম সহ পত্রিকাটির চার সাংবাদিকের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে জড়িতদের গ্রেপ্তারও দুষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলেন। হামলার সাথে জড়িতরা আটক না হলে মেহেরপুরের সর্বস্তরের সাংবাদিকরা মানববন্ধন ছাড়াও কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য থাকবে বলেও জানান।

রাজধানীতে ৪ সাংবাদিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে দর্শনায় মানববন্ধন

রাজধানীর বাংলামোটরে দৈনিক জনবাণী পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক শফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রাজু আহমেদ শাহ, বিশেষ প্রতিনিধি বশির হোসেন খান এবং অনলাইন মাল্টিমিডিয়া সম্পাদক আতাউর হোসেনের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা।

আজ রোববার(২৯ ডিসেম্বর) বিকালে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে দর্শনা থানার সর্বস্তরের সাংবাদিকবৃন্দ এ মানববন্ধন কর্মসুচিতে অংশ গ্রহন করেন। মানববন্ধনে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো: ওসমানের সভাপতিত্বে দর্শনা প্রেসক্লাব সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হানিফ মন্ডলের সঞ্চালনায়, বক্তব্য রাখেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আব্দুল আওয়াল, হোসেন, সিনিয়র সাংবাদিক মনিরুজ্জামান সুমন, চন্চল মেহবুব, নজরুল ইসলাম, আহসান হাবিব মামুন, রাজিব মল্লিক, হাসমত আলী, ইমতিয়াজ রয়েল, ওয়াসিম রয়েল, ফরহাদ হোসেন, আব্দুল আলিম, আবিদ হাসান রিফাত, আব্দুল হান্নান, বিল্লাল হোসেন, আসিম সাইফ, জালাল উদ্দিন।

এ সময় বক্তরা বলেন, গত ২৫ শে ডিসেম্বর বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে বাংলা মোটর মোড়ে হঠাৎ করে ২৫/৩০ জন একদল সন্ত্রাসী রড লাঠিসোটা নিয়ে অর্তিকিত হামলা চালায়। এ হামলার প্রতিবাদে দর্শনার সাংবাদিকরা বলেন এক সপ্তাহের মধ্যে তাদেরকে গ্রেফতার করতে হবে। তা না হলে কঠোর আন্দলোনের হুশিয়ারি দেন।

এসময় দর্শনার সর্বস্তরের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে বসত ঘর ভেঙ্গে রাস্তা করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

বসত ঘর ভেঙ্গে রাস্তা করার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেন। আজ শুক্রবার সকালে কোটচাঁদপুরের জালালপুর গ্রামের নিজ বাড়িতে এ সম্মেলন করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলন লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন,ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেনের পিতা,মাতা,ভাই ও বোনেরা।

তিনি বলেন,কোটচাদপুর উপজেলার ৫৩ নং জালালপুর মৌজার জমিতে আমাদের পৈত্রিক বসত বাড়ি। ওই
জমিতে আমরা দীর্ঘদিন বসবাস করে আসছি। বেশ কিছু দিন ধরে ওই গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য ছবদুল বিশ্বাস ও তাঁর সহযোগীরা আমাদের ওই বসত ঘর ভেঙ্গে দিয়ে রাস্তা তৈরী করতে বিভিন্ন ধরনের বাহানা ও হুমকি ধামকি সহ মারপিটেরও ঘটনা ঘটিয়েছে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন,ছবদুল বিশ্বাস ইতোমধ্যে আমাদের বসতবাড়ীর উত্তর পার্শ্বের ০৩ ফুট জমি দখল করেছেন। তৈরি করেছেন ওই দখল করা জমিতে গরুর ফার্ম। তিনি এখন ওই গরুর ফার্মের ময়লা আবর্জনা, গরুর মলমূত্র আমার বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় ফেলছেন। যাতে করে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে আছি আমরা। বিনস্ট হচ্ছে আমাদের ফলজ গাছসহ অনেক গাছগাছালি।

বিষয়টি নিয় পূর্বে বেশ কয়েকবার তাকে নিষের করা হয়েছে। তবে তিনি তা কর্ণপাত করেননি। এখন ছবদুল বিশ্বাস নির্দেশে তাঁর সহযোগী অহিদুল ইসলাম ও আহসান হোসেন মিলে নতুন ষড়যন্ত্রে মেতেছেন। তারা এখন জোরপূর্বক আমার বসত ঘর ভেঙ্গে দিয়ে চলাচলের রাস্তা তৈরির পায়তারা করছেন।

আয়ুব হোসেন বলেন,ঘটনাটি আমরা জানার পর তাদের সঙ্গে বাকবিতন্ডা

হয়। এ সময় তারা আমার ও আমার পরিবারের কয়েক জনকে মারপিট করেন। এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ করা হয়। এতে করে ছবদুল বিশ্বাস ও তাঁর সহযোগীরা আমাদের উপর আরো ক্ষিপ্ত হয়। এরপেক্ষিতে তারা গেল ০২/১২/২০২৪ তারিখে রাত ১১.০০ ঘটিকার সময় তার সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে এসে আমাদের বসত বাড়ি, রান্নাঘর, কবুতরঘর ভেঙ্গে দেন। কেটে দেন ফলজ ও বনজ গাছ-পাছালি।

এ সময় আমি কোটচাদপুর মডেল থানা ও তালসার পুলিশ ক্যাম্পে কল করা হলেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনির কেউ কোন সহায়তায় এগিয়ে আসেনি। এরপর তারা আমাকে ঢিল দিয়ে আঘাত করেন। এতে আমি গুরুতর আহত হয়। পরে প্রাণভয়ে চিৎকার করে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে বের হয়ে যায়। এরপর তারা আমাকে খুঁজে বেড়ায় এবং বলেন যেখানেই পাইবে আমাকে সেখানেই শেষ করে দেবে।

বর্তমানে আমার ও আমার পরিবারের মানুষের প্রাণ সংশয় রয়েছে। এ কারন কোন উপায় না দেখে আমি আপনাদের সহায়তা কামনা করছি। আপনারা আপনাদের লেখনির মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা সমাজের মানুষের মাঝে তুলে ধরেন। সাথে সাথে সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনাও করেছেন ভুক্তভোগী আয়ুব হোসেন।

এ ব্যাপারে সাবেক ইউপি সদস্য ছবদুল বিশ্বাস বলেন, ওই ঘটনা নিয়ে মিটিং চলছিল। এ সময় মিটিং থাকা কিছু ছেলেরা এ কাজটি করেছেন। যা করা তাদের ঠিক হয়নি। তবে ওই ঘটনার পুরো দোষারোপ তারা আমাকে করছেন।
কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন,ঘটনাটি আমি শুনেছি। এ ছাড়া তারা ওই ঘটনা নিয়ে থানায় একটা অভিযোগ ও করেছেন। আমি বিষয়টি দেখার জন্য ওই ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কাছে অভিযোগটি পাঠিয়েছি।